কালের কণ্ঠ

তারিখ 04 JAN 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

ভাণ্ডারিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়

ধার করা শিক্ষক দিয়ে দায়সারা পাঠদান

আঞ্চলিক প্রতিনিধি, পিরোজপুর ▶

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া বন্দর সরকারি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও অবকাঠামোগত সংকট চলছে। গুরুত্বপূর্ণ পদে শিক্ষক না থাকায় ধার করা শিক্ষক দিয়ে দায়সারা পাঠদানে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে অবকাঠামোগত সমস্যায় শিক্ষাদান ব্যাহত হচ্ছে।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ভাণ্ডারিয়া বন্দর সরকারি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়টি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৮৬ সালে সরকারি করা হয়। বিদ্যালয়টি এলাকার নারীশিক্ষা বিস্তারে বেশ ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ৪২৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী সাবিহা আফরিন তারিন বলে, 'শিক্ষক না থাকায় আমাদের পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে না। বাইরের শিক্ষক দিয়ে আমাদের পাঠদান করানো হচ্ছে। এভাবে ভালো লেখাপড়া হয় না।'

অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী শীতুল মুনা অর্পি বলে, 'স্কুলের চারপাশের দেয়াল ভাঙা আর স্কুল ভবনে ফাটলের মধ্যে আমাদের লেখাপড়া চলছে। আমাদের স্থায়ী কোনো কমনরুম নেই। পুরনো নড়বড়ে বেঞ্চে গাদাগাদি করে ক্লাস করতে হয়।'

নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যালয়টি অবদান রাখলেও নানা সংকটে এর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ১৩ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও মাত্র ছয়জন শিক্ষক দিয়ে চলছে পাঠদান। প্রধান শিক্ষকসহ সাতজন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। গণিত, ইংরেজি, বাংলা, সামাজিক বিজ্ঞান, চারুকারু, ভৌতবিজ্ঞান ও পার্থিবিজ্ঞানের শিক্ষক না থাকায় পাঠদানে বিঘ্ন ঘটছে। তবে চারজন বহিরাগত শিক্ষক দিয়ে খণ্ডকালীন পাঠদান চালানো হলেও নিয়মিত সম্মানী না পাওয়ায় তাঁরাও নিরুৎসাহ বোধ করছেন। গত ২০ ডিসেম্বর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বদলি হওয়ায় প্রধান শিক্ষকের পদটি শূন্য হয়ে পড়ে। এ ছাড়া বিদ্যালয়টির অফিস সহকারী, এমএলএস দুজন, নাইটগার্ড ও সুইপারের পদ খালি রয়েছে।

এদিকে ১৯৯৬ সালে নির্মিত চার কক্ষের বিদ্যালয় ভবনটি ইতিমধ্যে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় ঝুঁকি নিয়েই পাঠদান চলছে। শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চ ও আসবাবপত্র সংকট ছাড়াও ছাত্রীদের মিলনায়তন ও লাইব্রেরি না থাকায় অধ্যক্ষের শ্রেণিকক্ষ ব্যবহার করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষও শ্রেণিকক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বরিশাল বিভাগে ২০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতেই শিক্ষক ও জনবল সংকট রয়েছে। এসব স্কুলে ৬৫০ জন শিক্ষকের বিপরীতে ২০০ শিক্ষকের পদই খালি।

ভাণ্ডারিয়া বন্দর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাধব চন্দ্র দাস শিক্ষক সংকটসহ নানা সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, বিদ্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাতজন শিক্ষকের পদ খালি। তাতে পাঠদানে সমস্যা হচ্ছে। এ ছাড়া কিছু কর্মচারীর পদও খালি। খণ্ডকালীন শিক্ষক ও কর্মচারী দিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

বরিশাল বিভাগীয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান শিক্ষক সংকটের কথা স্বীকার করে বলেন, এ জন্য নতুন শিক্ষক নিয়োগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষক সংকট নিরসন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।